কীর্ত্তি পিকচার্সের -নিবেদন
কামিনী
B.T. AGENCY.

কীর্ত্তি পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

কামনা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **নবেন্দু সুন্দর**

কাহিনী ও সংলাপ : **ব্যোমকেশ হালদার**

কর্ম্মীসঙ্ঘ :

সঙ্গীতে : দ্বিজেন চৌধুরী
চিত্রশিল্পে : মুরারী ঘোষ
শব্দযন্ত্রে : সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনায় : অসিত মুখার্জ্জি
শিল্পনির্দ্দেশে : মণি মজুমদার
রসায়নাগারে : ধীরেন দাশগুপ্ত
তত্ত্বাবধানে : বিনয় ব্যানার্জ্জি
রূপসজ্জায় : শৈলেন গাঙ্গুলী, দুর্গা, দুলাল, গণেশ, হরিশ
সজ্জাকর : কার্ত্তিক সাহা, ফকির
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : অজিত সেন
প্রধান-কর্ম্মসচিব : বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
গীত-রচনায় : সুনির্ম্মল বসু, নবেন্দু সুন্দর

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্ত্তী
চিত্রশিল্পে : অনিল ঘোষ, বিমল চৌধুরী
শব্দযন্ত্রে : সুশীল বিশ্বাস
সঙ্গীতে : শৈলেশ রায়
রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, মজু, সামান্ত রায়, অমূল্য দাস, ননী চ্যাটার্জ্জি
ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ, মোহিনী চক্রবর্ত্তী, গণেশ

গুরুদেবের দু'খানি গান

"এই করেছ ভালো নিঠুর"
"ডেকোনা আমারে ডেকোনা"

সৌজন্য স্বীকার :

কলিকাতা কর্পোরেশন
রেজি ট্যান্স গ্লাস মেকার্স লিঃ
বঙ্গীয় বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
জে, মজুমদার
কৃষ্ণা সিলিকেট গ্লাস ওয়ার্কস

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত]

ভূমিকায় : **উত্তম চ্যাটার্জ্জি** (এঃ) : **ছবি রায়** (এন্, টি)
জহর গাঙ্গুলী : **রাজলক্ষ্মী** (বড়)

ফণী রায়, আশু বোস, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অমর চৌধুরী, প্রীতি মজুমদার, বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, উমা গোয়েঙ্কা, ইরা ঘোষ, যমুনা সিংহ, ইলোরা হালদার, ঊষাবতী, সবিতা, নীলু মুখার্জ্জি (এঃ), হরপ্রসাদ, শোভা, নিশীথ রায়, দেবেন মিত্র, ঊষা, মাণিকলাল, হরিচরণ, দিলীপ, সরস্বতী, সাধনা, শতাব্দী, দ্বিজেন, মঞ্জুলা, দুলাল, ভুট্টা প্রভৃতি।

পরিবেশক : **কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্স** ৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

(কাহিনী)

বাংলা দেশের মেয়ে, বাঙ্গালী ঘরের বৌ উৎপলা। সংসারের মধ্যে স্বামী রাজীব, শাশুড়ী এবং তিন ননদ—রমা, রেবা আর রেখা। রমা বিধবা, বাপের বাড়ীতেই থাকে। রেবা বিবাহিতা, তার স্বামী বিদেশে রেলের সামান্য চাকুরে—তাই অধিকাংশ সময় সেও বাপের বাড়ীতেই থাকে; ছোট ননদ রেখা অবিবাহিতা।

এককালে এই পরিবারেরই পিতৃপুরুষগণ ছিলেন কলকাতার অতি বিখ্যাত লোক—কিন্তু আজ অবশিষ্ট আছে মাত্র বনেদী বংশের গৌরবটুকু এবং প্রাচীন কালের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কারের প্রচুর সম্ভার—তাকে কু-ই বলুন বা সু-ই বলুন।

রাজীবের বিবাহ হয়েছে সাত বছর—কিন্তু ঠাকুমার ভাগ্যে আজও নাতির মুখ দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। এই নিয়ে সংসারে যত অশান্তির সৃষ্টি। উঠ্‌তে বসতে উৎপলাকে কেবলই শুনতে হয় নানান্ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। পান থেকে চুন একটু খস্‌লেই আর রক্ষে নেই। হাত থেকে দৈবাৎ একদিন মেজ ননদের ছেলের দুধের বাটি পড়ে যায়, অমনি বড় ননদ বলে—'নিজের ছেলে হয়নি কিনা, তাই পরের ছেলে যাতে খেতে না পায় তাই ইচ্ছে করেই এ কাজ করেছে'—

কিন্তু বধূ নীরব। সহ্য করতেই শিখেছে উৎপলা, প্রতিবাদ করতে সে জানেনা; নিজেকেই সে দোষী বলে মনে করে; তাই সর্ব্বদাই নিতান্ত অপরাধির মত ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়েই থাকে।

কিন্তু যখন রেবার ভাসুরঝি ইলা ধূমকেতুর মত ওদের সংসারে এসে উপস্থিত হয় এবং আব্‌ছা কথাবার্ত্তার আভাসে উৎপলা বুঝ্‌তে পারে যে স্বামীর পুনঃ বিবাহের চক্রান্ত চল্‌ছে—তখন তার মত ধৈর্য্যশীলাও কিছুটা ঈর্ষান্বিত না হ'য়ে পারে না।

সংসারে স্বামীর প্রেমকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল জেনেই তো, সে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে—কিন্তু সেই স্বামীকেও কি শেষে সতীনের হাতে তুলে দিতে হবে। উৎপলার মনে কেবলই এই দুশ্চিন্তা।

ছোট ননদ রেখা তার বৌদির অত্যন্ত প্রিয়। নাচ, গান, হাসি দিয়ে সে চায় বৌদিকে ভুলিয়ে রাখতে—কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্ত নিষ্ফল হবার নয়: তাই একদিন উৎপলার মত মেয়েকেও স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যেতে হয় দিল্লীতে তার দাদার কাছে।

কাঁচ কলের মালিক রাজীবচন্দ্র তার বহু দিনের আদর্শ সফল করতে চায় শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি বিধান করে। স্বাধীন দেশের শ্রমিকদের সে চায় সত্যিকার মানুষ করে গড়ে তুলতে। তার কারখানার প্রত্যেক শ্রমিকের ভালো মন্দ সে নিজের বলেই মনে করে; তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা সে স্বচক্ষে দেখে বেড়ায়—অভাব অভিযোগ থাকতে দেবেনা এই তার প্রতিজ্ঞা। তাই আমরা রাজীবচন্দ্রকে প্রায়ই দেখতে পাই শ্রমিক বস্তিতে।

সেখানকার বিচিত্র জীবন যাত্রার মধ্যে দেখতে পাই আর একটি লোককে—সে হল শ্রীমান গুপে। বড় বিচিত্র এই গুপের চরিত্র। একাধারে সে অবাক-জলপানওলা, মাতাল, কাবলের দেনদার, সমাজ-সেবী এবং অকুণ্ঠচিত্ত পরোপকারি।

উৎপলার চলে যাওয়ার পর থেকে রাজীবের আবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার মাত্রা আরও বেড়ে ওঠে। রাজীব কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ—বিয়ে সে আর কিছুতেই করবে না, তাতে ছেলে তার হোক্ আর নাই হোক।

ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে চিঠি আসে শুভ-সংবাদ বহন করে; ঘটা করে সাধের তত্ত্ব পাঠাবার আয়োজন চলতে থাকে কিন্তু পাঠান আর হয় না, কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই ঠাকুমার কাণে পৌছল নাতির জন্ম-সংবাদ।

যথা সময়ে ছেলে কোলে উৎপলা আবার ফিরে এল শ্বশুরবাড়ী। বাড়ীতে মহা আনন্দ-উৎসব। শাশুড়ীর মন পেয়েছে বৌমা 'নাতি' উপহার দিয়ে।

কিন্তু এইখানেই গল্পের শেষ নয়—নতুন পথে বইল আবার হাওয়া—নতুন সমস্যা নিয়ে এল উৎপলার জীবনে—এ গল্পের ধারা, বাঁক ঘুরে নতুন যাত্রা সুরু করল—এর শেষ কোথায়?

গান

(১)

মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে
চোখের কোণে জল,
বৌদি, ও ভাই বৌদি
তোর কি হয়েছে বল?
আনমনে কি ভাবিস খালি
কাজল বিনেই চোখে কালি,
কোন তাপে হায় মলিন হোলো
শুভ্র শতদল?
বুঝতে নারি মেয়েরা সব গেলেই শ্বশুর বাড়ী
হাসি খুসী মুখগুলো ভাই কেন যে হয় হাঁড়ি;
শ্বশুর আর ননদ মিলে
বৌকে জ্বালায় তিলে তিলে,
(ঠিক কারণ) বৌটা নেহাৎ ঠাণ্ডা বোকা
জানেনা কৌশল॥

—(নবেন্দু সুন্দর)

(২)

এই করেছ ভালো নিঠুর
এই করেছ ভালো
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো;

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয়না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে আশীষ তব, সেইতো পুরস্কার;
অন্ধকারে মোহে লাজে
চক্ষে তোমায় দেখি না হে,
বজ্রে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।

—(রবীন্দ্রনাথ)

(৩)

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ হাসছ ওকি—
প্রণাম কর এসে
নকল সাধু নইতো আমি
গোপন ছদ্মবেশে;
জ্যোতিষ বিদ্যে ভালোই জানি
দেখি তোমার বাঁ-হাত খানি,
ভাগ্য রেখার লিখনগুলি
কোনটা কোথায় মেশে।
হুঁ, (শোনো) হুঁ হুঁ হুঁ হু,
যশোরেখা দেখছি তোমার
নয়কো নেহাৎ মন্দ,
প্রথম দিকে মাঝে মাঝে
কাটেও যদি ছন্দ;
হলপ ক'রে বলতে পারি
মেয়ে তুমি লক্ষী ভারি,
সব কামনা সফল তোমার—
হবেই হবে শেষে॥

—(নবেন্দু সুন্দর)

(৪)

আয়রে ওরে আয়রে তোরা
পাড়ার ছেলের পাল
সবাই মিলে সাফ করি আয়
সমস্ত জঞ্জাল,

পাড়ার যত আবর্জ্জনা
সাফ করি আয় সকল জনা,
সকাল বিকেল খাটলে পরে
ফিরবে পাড়ার হাল।
কোদাল ঝুড়ি ঝাটা বুরুস
মোদের হাতীয়ার
এই পাড়াতে নোংরা কিছুই
রাখবো না কো আর
নেই অপমান নিজের কাজে
স্বাধীন হয়েও দেশের মাঝে রে
পরের উপর নির্ভর আর
করবো কতকাল॥

—(সুনির্ম্মল বসু)

(৫)

ডেকোনা আমারে ডেকোনা, ডেকোনা, ডেকোনা
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখোনা
আমার দুঃখ আমি নিয়ে এসেছি
শূন্য নাহি চাই যে ভাল বেসেছে
কৃপা কণা দিয়ে আঁখি কোণে ফিরে দেখোনা
আমার দুঃখ জোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হ'তে
দূরে যবে যাবো স'রে
তখন চিনিবে মোরে
আজ অবহেলা
ছলনা দিয়ে ঢেকোনা॥

—(রবীন্দ্রনাথ)

(৬)

এ সা হাস্যময়ী এসো নয়ন মণি
এসো শ্যামের ঘরে ওলো রাধিকা ধনি
লহ বক্ষে তব, প্রিয় দুলালে নব,
আনো আনন্দ কল্লোল দুঃখ হরণী
হায় এর কি হবে
আমি ভেবে যে আকুল
ফুল পেয়ে বৌদির
ভেঙ্গে গেছে ভুল
হ'ক পুতুল ছেলে
তবু দিওনা ফেলে
হও রাম আর লক্ষ্মণ
দুই জননী॥

(নবেন্দু সুন্দর)

বুকিং-এর জন্য
আবেদন করুন !

রাজা হরিশ্চন্দ্র

(সম্পূর্ণ নূতন কপি)

এবং

দেবী ফুল্লরা

(পৌরাণিক চিত্র)

(সম্পূর্ণ নূতন কপি)

একমাত্র-পরিবেশক :
কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

অর্থ রাজীবের কাছে যতটা সত্য, ততটা সত্য গুপের কাছে, ঘটকের কাছে আর কারখানার ছোট থেকে বড় প্রতিটি শ্রমিকের কাছে—

আমাদের নিত্যকারের জীবনেও টাকাই আদি ও মহা সত্য—আপনাদের এই অর্থ বৃদ্ধি বা মাসিক উপায়ের ভার সচ্ছন্দচিত্তে একমাত্র আমাদের হাতেই তুলে দিতে পারেন।

ইন্‌ভেস্‌টরস্‌ কার্টেল লিঃ
১৯৮।১, রাসবিহারী এভেন্যু
কলিকাতা—২৯

অন্যান্য চরিত্রে : ছায়া দেবী, স্মৃতিরেখা, অপর্ণা, জহর, গুরুদাস, ফণী রায়, হরিধন, বোকেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পরিবেশক = কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৬৮ নং, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র তরফ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা